প্রসঙ্গঃ ধর্মনিরপেক্ষ

চিত্তরঞ্জন পত্রনবীস

ধর্মনিরপেক্ষ বলে একটা বুলি আমরা খুব শিখেছি এবং বাচ্চা ছেলের বোল ফুটলে সে যেমন 'বাবা — বাবা' বলে দৌড়-ঝাপ শু করে আমরাও তা করেছি। খুব ভালো কথা! কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আমাদের 'বুলি' ফুটলেও 'খুলি'-তে (স্মরণ ও মননে) যে পরিমাণ পরিণত-বোধ আশা করা উচিত তা কিন্তু দেখতে পারছি না।

'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ কিন্তু ধর্মহীনতা নয়। (রাষ্ট্রের কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম থাকবে না) কিছু কিছু মানুষ (সমাজে এই ব্যাক্তিরা যথেষ্টই উঁচু স্তরের ও দরের এবং এই অলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচক তাদের দৃষ্টিতে অতি অবশ্যই প্রতিক্রীয়াশীল, ব্যাক্তিসর্বস্ব, (গোড়া এবং সম্পূর্ণ মানুষ) ধর্মনিরপেক্ষতার 'ধর্ম'-কে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে চলেছেন এবং নিজেকে বেশ একখানা ঝকঝকে - তকতকে মানসিকতার অধিকারী বলে মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকেন। তাদের যাবতীয় বিতৃষ্ণা, বিবমিষা, বৈরাগ্য ও বিরূপতা শুধু তথাকথিত পৈতৃক ধর্মের বিদ্ধেই এবং অতি-অবশ্যই অতখানিই চোখ-কান বন্ধ প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি। প্রতিবাদী মানসিকতা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ, কিন্তু প্রতিবাদের পরিধিটি যে বাড়ানো দরকার, দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের কর্মক্ষেত্রটিকে যে আর একটু প্রসারিত করা প্রয়োজন সেটা তাদের বোঝাবে কে?

অপনি নিজের বাপের শ্রাদ্ধ করবেন, কি না করবেন সেটা আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। (প্রচলিত সনাতন ধর্ম আপনাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন) কিন্তু কেউ যখন তার বাপের শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে উদ্যোগী হন তখন তার ধর্মকে, তার একান্ত ব্যাক্তিগত বিশ্বাসকে আক্রমণ করার অধিকার আপনার থাকা উচিত কি? আপনি যেমন আপনার স্বাধীনতায় ধর্ম বিশ্বাস করেন না, তেমনি সেই ব্যক্তিরও যে স্বাধীনতা থাকা উচিত তার নির্দিষ্ট ধর্মপালন করা ক্ষেত্রে, তখন সেক্ষেত্রে আপনার গাত্রজ্বালা কেন? ধর্মকে অবিশ্বাস করা যেমন আপনার 'ধর্ম', তেমনি ধর্মকে মেনে চলা তো তারও 'ধর্ম'। সুস্থভাবে দু'পক্ষের এই স্বাধীনতা ভোগ করাই তো ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য।

আপনি যখন বলেন, ভারতবর্ষ একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' 'গণতান্ত্রিক' দেশ (অবশ্যই এ কথা আমরা জানি ও মানি এবং এরকম একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার সৌভাগ্যে নিজেকে ধন্য বলে মনে করি) তখন আমরা বলি, এ কারণেই তো নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মে আমরা আরো বেশী স্বাধীন। আমরা এ অধিকার রাষ্ট্রেরই দেওয়া। কিন্তু আপনি? আপনি সেকথা মানছেন কি? 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে আপনি যে পৈতৃক ধর্মের চর্তুদশ পুষের শ্রাদ্ধ শান্তি করে অশান্তি সৃষ্টি করছেন — এ অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? আপনি যদি এটা করতে থাকেন, তবে আপনি রাষ্ট্র ও সংবিধান বিরোধী কাজ করবেন। কেননা আপনাকে হতে হবে ধর্ম সম্পর্কে 'নিরপেক্ষ'। ভক্তি বা আসক্তিকে ত্যাগ করলেই তো শুধু হবে না , সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল ও বিরাট সহিষ্ণুতা শক্তিরও প্রয়োজন 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জন্য। তাছাড়া 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি সংবিধানে ব্যবহৃত কোনো আলঙ্কারিক গালভরা শব্দ নয়। প্রতিটি মানুষেরই সম অধিকার।

(পুনক্তি দোষে দুষ্ট হবে জেনেও বলছি) তাই আপনার যেমন অধিকার আছে ধর্মকে না মানার, তেমনি অন্যেরও অধিকার আছে ধর্মকে সুষ্ঠুভাবে মেনে চলার। তার অধিকারে আপনি যদি প্রগতিশীলতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে হস্তক্ষেপ করেন, তো আপনি 'গণতন্ত্রে'র মূলেই কুঠারাঘাত করছেন — এ কথাটা নিশ্চয় আপনাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com